গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ১৫ সংখ্যা **১০ ডিসেম্বর** ২০০৪ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

দিল্লিতে সাড়াজাগানো প্রতিবাদী মহিলা মিছিল

মিছিলের সামনে এ আই এম এস এস-এর সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ডানদিকে সভার একাংশ

১ ডিসেম্বর দুপুর বারোটা নাগাদ দিল্লির অফিস পাড়ার মধ্যদিয়ে হাজার হাজার মহিলার মিছিল দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি। বয়স্কা নারী থেকে যুবতী, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী পর্যন্ত সামিল হয়েছিলেন ঐ মিছিলে। নানা প্রদেশের ভাষায় উচ্চারিত স্লোগান ও ব্যানার মিছিলের সর্বভারতীয় চরিত্রটি চিনিয়ে দিচ্ছিল। কী তাঁদের দাবি? সুপ্রিম কোর্টের কত রায় প্রত্যহই সংবাদপত্রে বেরোয়, ক'জনই বা তার খোঁজ রাখে? বেশ কয়েক মাস আগে এরকমই একটি রায় দেওয়া হয়েছিল যা অনেকের হয়তো নজরে পড়েনি, কিন্তু পড়েছিল মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেত্রীদের। নারীর নিরাপত্তার যে ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে এই সংগঠন দিনের পর দিন লাগাতার লড়াই করে চলেছে, ঐ রায় ছিল তার উপর এক মারাত্মক আঘাত।

ইতিপূর্বে ১৯৯৩ সালে মুম্বই হাইকোর্ট নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা নারীদের অকথ্য অত্যাচারের বেদনাদায়ক তিক্ত অভিজ্ঞতা সামনে রেখে রায় দিয়েছিল যে, সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে মহিলা পুলিশ ছাড়া কোন অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। ন্যায্য ছিল সেই রায়। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সুপ্রিম কোর্ট এই রায় বাতিল করে বলল, যে কোন সময়েই এবং পুরুষ পুলিশ দিয়েই অভিযুক্ত মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে নিরাপত্তাকর্মীদের আচার-আচরণ নৈতিকতার যে রূপ ও চরিত্র প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে তাতে এই ধরনের অধিকার দিলে নারীদের ক্ষেত্রে সেটি যে কী ভয়ানক হয়ে দাঁড়াবে রাজ্যে রাজ্যে বহু ঘটনা এবং সম্প্রতি মণিপুরে থংজম মনোরমার মর্মান্তিক মৃত্যু সেই নির্মম সত্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। তাই সুপ্রিম কোর্ট ঐ রায় দেওয়া মাত্রই ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। নারী সমাজের শিক্ষিত অংশ থেকে শুরু করে গরিব, মুটে মজুর পর্যন্ত সকলকে সংগঠিত করে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর আশু কর্তব্যটি বুঝে নিতে তাঁদের অসুবিধা হয়নি। দেশ জুড়ে তারা

তিনের পাতায় দেখুন

তৃণমূলের বন্‌ধে সিপিএম সহায়তা করল কেন

১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর ডাকা বাংলা বন্‌ধ ও ৩ ডিসেম্বর তৃণমূলের ডাকা বাংলা বন্‌ধ সম্পর্কে সিপিএম দল ও সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এতই নগ্ন ও দৃষ্টিকটু ছিল যে, তা কোন সচেতন মানুষেরই নজর এড়িয়ে যেতে পারে না।

৩ ডিসেম্বর রাজ্য সরকার ও সিপিএম নেতৃত্ব কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন্‌ধ করতে পরোক্ষভাবে তৃণমূলকে সাহায্যই করেছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিবৃতি দিয়ে তাদের কর্মীদের ৩ ডিসেম্বরের বন্‌ধ না ভাঙতে নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। অথচ ১৭ নভেম্বর বন্‌ধের দিন তাদের দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা যাতে নিজ নিজ অফিসে কাজে যোগ দেয় তা দেখার জন্য সাংগঠনিক নজরদারির ব্যবস্থা তারা করেছিল। ওদিনের বন্‌ধ ভাঙবার জন্য সিপিএম ব্যাপক পুলিশি আয়োজন ছাড়াও তার ঠ্যাঙাড়েবাহিনী নামিয়েছিল। সেই ঠ্যাঙাড়েবাহিনী পুলিশকে নিয়ে বন্ধ দোকান-বাজার খোলার জন্য এবং অফিস কর্মচারীদের বাড়ি থেকে বের করে আনার জন্য জবরদস্তি করেছিল। বহু জায়গায় তারা আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছিল, কোথাও কোথাও মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দিয়েছিল এবং পুলিশকে চিনিয়ে দিয়ে আমাদের কর্মীদের ব্যাপকহারে গ্রেপ্তার করিয়েছিল। কিন্তু ৩ ডিসেম্বরের বন্‌ধে সিপিএমকে এই ভূমিকায় দেখা

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ আলো বর্জনে রাজ্যব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া

১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই-এর ডাকা বাংলা বন্‌ধের ১২ দফা দাবির অন্যতম দাবি ছিল পশ্চিমবঙ্গে অন্যায়ভাবে চাপানো বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল ও বকেয়ার বোঝা প্রত্যাহার এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল। বন্‌ধের দিনই ঘোষণা করা হয়েছিল, আন্দোলন চলতে চলতেই যেমন বন্‌ধ এসেছে, পরেও আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকা ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৬টা রাজ্যব্যাপী গ্রাহকদের বিদ্যুতের আলো বন্ধ রেখে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিল। এই কর্মসূচীকে সমর্থন জানিয়েছিল এস ইউ সি আই। এদিন রাজ্যব্যাপী যথার্থই একটি নতুন ইতিহাস রচিত হল। কালিম্পং থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হল আলো বর্জনের মধ্য দিয়ে। ধর্মতলা, শ্যামবাজার, গড়িয়াহাট, হাজরা, পার্কসার্কাস — কলকাতার কোন এলাকা বাদ পড়েনি এই কর্মসূচী পালন থেকে। বিদ্যুৎ আলো বর্জনের সময় লেনিন সরণী, শিয়ালদহ, কলেজ স্ট্রীটে আয়োজিত হয়েছিল মোমবাতি হাতে গ্রাহকদের স্লোগান মুখর মিছিল। এমন মিছিল হয়েছে কলকাতা সহ রাজ্যের বহু জায়গায়। কোথাও কোথাও সিপিএম বাহিনীর রক্তচক্ষু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে ঠিকই, কিন্তু সফল হয়নি। দলে দলে সিপিএম সহ সমস্ত দলের নিচু তলার কর্মী সমর্থকরা জনগণের এই প্রতিবাদের কর্মসূচীতে সাগ্রহে যোগ দিয়েছেন। সরকার চাপে পড়ে সামান্য হলেও সরকারি ডিউটিকমিয়েছে। কিন্তু বোঝা বিশেষ কমেনি। ফলে আন্দোলন চলবে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

মধ্য কলকাতায় মোমবাতি হাতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মিছিল

বন্‌ধে অচল ইতালি

ইতালির সিলভিও বার্লুস্কোনি নেতৃত্বাধীন মোর্চা সরকারের সর্বনাশা আর্থিক নীতির প্রতিবাদে গত ৩০ নভেম্বর সাধারণ ধর্মঘটে ইতালি অচল হয়ে গিয়েছিল। এই সাধারণ ধর্মঘটকেই ভারতে এখন আমরা বন্‌ধ বলি, যাতে অংশ নিয়েছিলেন ইতালির ২ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী। সম্প্রতি সেদেশের সরকার যে করনীতি ঘোষণা করেছে, তাতে ধনীরাই উপকৃত হবে এবং সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষের উপর চাপবে কর বৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধির বোঝা। সরকারি এই করনীতির প্রতিবাদে অচল হয়ে পড়েছিল রাজধানী রোম সহ মিলান, তুরিন, ভেনিস প্রভৃতি ৭০টি শহর। ট্রেন-বাস চলেনি, বন্ধ ছিল বিমান চলাচলও। রেলওয়ে শ্রমিক, বাস শ্রমিক এবং বিমানকর্মীরা যুক্ত হয়েছিলেন এই বন্‌ধে। বন্ধ ছিল ব্যাঙ্ক, দোকান-বাজার, অফিস-আদালত। সামিল হয়েছিলেন সরকারি কর্মচারীরাও। ধর্মঘটের দিন ভেনিসের সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও ৩৫,০০০ শ্রমিকের সমাবেশ হয়েছে। মিলানে এক লক্ষ শ্রমিকের মিছিল হয়েছে। তুরিন ও রোমে যথাক্রমে ৬০,০০০ ও ৫০,০০০ শ্রমিক মিছিল করেছে। বন্‌ধের কারণে ইতালির সবচেয়ে বড় বিমানসংস্থা আল-ইতালিয়া অন্তর্দেশিয় ৭০টি ও ৬৬টি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত রেল সংস্থা ট্রেন-ইতালিয়াও বহু ট্রেন বাতিল করতে বাধ্য হয়। তেল শ্রমিকরা এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করায় তৈলবন্দরের কাজকর্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক লক্ষ সত্তর হাজার সদস্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জলকর্মীদের ইউনিয়নও এই বন্‌ধে অংশগ্রহণ করায় এই সমস্ত ক্ষেত্রেও কাজকর্ম স্থগিত থাকে। ধর্মঘটের অস্ত্র বারবার ব্যবহারে কতখানি ভোঁতা হয়েছে, বা দেশের মানুষের কতখানি আর্থিক ক্ষতি হল তা মাপতে বসেননি ইতালির সাংবাদিকরা, কারণ সংবাদ কর্মীরাও এই বন্‌ধে সামিল হয়েছিলেন। ফলে পরের দিন কোনও সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখ্য যে, বার্লুস্কোনি সরকারের 'সংস্কার' নীতি বাতিল করার একই দাবিতে গত ২৬ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট হয়েছিল ইতালি জুড়ে। শুধু তাই নয়, ৩০ নভেম্বরের সাধারণ ধর্মঘট নিয়ে গত আড়াই বছরে পাঁচটি সাধারণ ধর্মঘটে ইতালি পাঁচবার অচল হয়ে গেল। ফিয়াট কোম্পানির কর্মচারীরা ওদেশে রেল অবরোধ পর্যন্ত করেছিলেন। ধর্মঘটের চাপে ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুস্কোনি ২০০৬ সাল পর্যন্ত নতুন কর চাপানো স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

কেন এই দেশজোড়া বন্‌ধ ? ধর্মঘটীদের এক নেতা অল্পকথায় বলেছেন, ইতালির সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বার্লুস্কোনি গরিবদের পকেট কেটে ধনীদের পকেট ভরাচ্ছেন। ভারতেও ঠিক একই জিনিস উন্নয়নের নামে ঘটছে না কি ? কেন্দ্রে কী বিজেপি, কী সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকার, এমনকী পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম সরকারও কি একইভাবে গরিবের পকেট কেটে ধনীর পকেট ভরানোর নীতি নিয়ে চলছে না ? তাহলে এখানে কেন ধর্মঘট-বন্‌ধে সব অচল করে দেওয়া যাবে না ? আমরা তাকিয়ে আছি সে দিনটির দিকেই, যেদিন সরকারকে জনবিরোধী নীতি বাতিল করতে বাধ্য করার জন্য, শোষণের অচলায়তনকে ভাঙবার জন্য জনগণ সমগ্র ভারতকেই ইতালির মতো অচল করে দেবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

মথুরাপুরে মিড-ডে মিলের চাল চুরি দলমত নির্বিশেষে মানুষের প্রতিবাদ

মথুরাপুর ২নং ব্লকের শিশুখাদ্য মিড-ডে মিল ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ৪০ লক্ষাধিক টাকার চাল চুরির ঘটনা শাসকদলের নজিরবিহীন দুর্নীতিকে আবার তুলে ধরেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে। এই ঘটনাগুলি বামফ্রন্টের 'ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে'র নামে 'দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণে'রই জ্বলন্ত নিদর্শন।

অনুদানের এই চাল মথুরাপুরের খাঁড়াপাড়া কো-অপারেটিভ গোডাউনে থাকে। সরকারিভাবে পঞ্চায়েত সমিতি তার সংরক্ষণ ও বণ্টন করে থাকে। তার জন্য পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে গঠিত স্থায়ী সমিতি আছে। এই সমিতিতে বিডিও'র প্রতিনিধি আছেন। ফলে এই চালচুরির ঘটনার দায় সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি ও বিডিও কোনভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না। এই কেন্দ্রের এম এল এ সিপিএমের কান্তি গাঙ্গুলী।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ঐ শিশুখাদ্য চুরির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে জেলা পরিষদের এক সিপিএম সদস্যের নেতৃত্বে সিপিএমের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও দলীয় গুণ্ডারা এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থকদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের হাত-পা ভেঙে দেয়, মা-বোনেদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। ঘটনাটি বিডিও অফিসের ভিতর বিডিও-র সামনেই ঘটে। শুধু তাই নয়, বিডিও অফিসের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে অবস্থিত থানাও ছিল এ বিষয়ে নীরব।

এরপরই ঘটে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ধিক্কারে মুখর হয়ে ওঠেন, যার প্রতিফলন ঘটে ১০ নভেম্বরের নাগরিক কনভেনশনে। স্মরণকালের মধ্যে এমন মহতী সমাবেশ দেখা যায়নি। বিশাল সংখ্যক প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, বিশিষ্ট নাগরিক, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকবৃন্দ সহ সহস্রাধিক প্রতিনিধি রায়দীঘি বাসস্ট্যান্ডের ঐ কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রাক্তন শিক্ষক রত্নেশ্বর চক্রবর্তীকে সভাপতি ও বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক সনাতন দাসকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১১ জনের রায়দীঘি থানা নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

বিদ্যুতে সরকারি ডিউটি হ্রাস ঃ আন্দোলনের জয়

বিদ্যুতের সরকারি ডিউটি কমানো সম্পর্কে অল বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ২৬ নভেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন—

''রাজ্য সরকার অবশেষে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলনের চাপে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত গৃহস্থ গ্রাহকদের সরকারি ডিউটি ছাড় ঘোষণা করেছে। এর ফলে ক্ষুদ্র গ্রাহকদের বিল সামান্য কিছুটা কমবে। এটা গ্রাহক আন্দোলনের জয়।

কিন্তু আমাদের এ কথা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে যে, সরকার জনস্বার্থবিরোধী মাশুল এবং বকেয়ার বোঝা প্রত্যাহার করেনি। এমনকী কোন ভর্তুকিও দেয়নি। ধূর্ততার সাথে সরকারি ডিউটির পরিবর্তন ঘটিয়ে আন্দোলনকে ধামাচাপা দেবার জন্য ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ৬০ কোটি টাকা ডিউটি কমিয়ে বৃহৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে ১০০ কোটি টাকা ডিউটি আদায় করে নেবার ব্যবস্থা করেছে।

আমরা সেই কারণে পুনরায় রাজ্য সরকারের কাছে ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের বর্ধিত মাশুল ও বকেয়ার বোঝা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

সাথে সাথে আন্দোলনের চাপে সরকার যে কিছুটা পিছু হটেছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের সর্বস্তরের বিদ্যুৎ গ্রাহককে আরও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।''

বিদ্যুৎ আলো বর্জনে অভূতপূর্ব সাড়া

একের পাতার পর

মেদিনীপুর

রাজ্যের অন্যান্য জেলার মতো পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বিদ্যুতের আলো বর্জনের প্রতীকী আন্দোলন অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। নন্দীগ্রাম, হলদিয়া থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত এই দুই জেলার সর্বত্র বিদ্যুৎগ্রাহকরা বিপুল উদ্দীপনায় এই কর্মসূচিকে সফল করতে সক্রিয় ভূমিকা নেন। তমলুকের হাসপাতাল মোড় থেকে শহরের সর্বত্র সন্ধ্যা ৬টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো নিভে যায়। অ্যাবেকার কর্মীরা এই অন্ধকার পরিবেশে মোমবাতি জ্বেলে মিছিল করে শহরবাসীদের অভিনন্দন জানান। রাধাবল্লভপুর বাসস্টপে ঐ সময় সি পি এমের পথসভা চলাকালীন জনগণ সমস্ত আলো নিভিয়ে দিলে পথসভার বক্তা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে থাকেন। খড়্গপুরের এক আলো ঝলমল কাপড়ের দোকানে সন্ধ্যা ৬টায় আলো নিভিয়ে মোমবাতি জ্বালানোয়, দোকানে বসা এক সি পি এম নেতার মুখে অন্ধকার নেমে আসে। গড়ময়না বাজারে বিদ্যুতের আলোবর্জন চলাকালীন প্রায় শতাধিক গরিব মানুষকে 'বিদ্যুৎ বর্জন আন্দোলন চলছে', 'এস ইউ সি আই জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে যেতে দেখা যায় — এস ইউ সি আই কর্মীদের কাছে যে মানুষরা অপরিচিত।

বাঁকুড়া

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিরোধ, বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ বাতিল প্রভৃতির দাবিতে ২৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা বৈদ্যুতিক আলো বর্জনের কর্মসূচি বাঁকুড়া শহরের ব্যস্ততম কেন্দ্রস্থল মাচানতলা, বড়বাজার, চকবাজার, মিউনিসিপ্যালিটি বাজার সহ ২৩টি ওয়ার্ডের মানুষজন প্রবল উৎসাহে সফল করেন। উল্লেখ্য, সি পি এমের একজন নেতা জোরপূর্বক দু'একটি দোকানে আন্দোলন ভাঙার চক্রান্ত করলে প্রবল জনরোষের সম্মুখীন হয়ে স্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। এছাড়া বিষ্ণুপুর, ওন্দা, সিমলাপাল, রাইপুর, লক্ষ্মণপুর, লালবাজার, মলিয়ান, হিড়বাধ, সোনামুখী, রসুলপুর, পাত্রসায়র, বড়জোড়া, ছাতনা, শালতোড়া, হীরাপুর প্রভৃতি জায়গাতে এই কর্মসূচি গুরুত্ব সহকারে পালিত হয়েছে। অ্যাবেকার রাজ্য নেতৃত্বের সময়োচিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সূচনা হল।

বেআইনি বিদ্যুৎ মাশুলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অ্যাবেকার মামলা

অল বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস ১ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গত ২৪ মে '০৪ সি ই এস সি গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ২০০০-০১ থেকে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত এবং গত ৯ জুন '০৪ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ২০০২-০৩ থেকে ২০০৪-০৫ পর্যন্ত যে মাশুল ঘোষণা করা হয়েছে তাকে বাতিল করার জন্য অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১লা ডিসেম্বর '০৪ কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই মামলায় রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, রাজ্য সরকার, সি ই এস সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদকে পার্টি করা হয়েছে। রুজু করা এই কেস নং হল WP No. 19444 of 2004। এই মামলার মূল আইনি বিচার্য বিষয় (legal points) হল ঃ-

১। প্রকাশ্য শুনানি ছাড়াই এই মাশুল ঘোষণা করা হয়েছে।

২। কলকাতা হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চের রায় অনুযায়ী বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইনের ২৯(৩) ধারা [বর্তমান বিদ্যুৎ আইনের ২০০৩-এর ৬৯(৩)]কে প্রয়োগ না করে এ্যাডহক ভিত্তিতে প্রয়োগ।

৩। পারস্পরিক ভর্তুকি ও মাশুল পৃথকীকরণ সম্পর্কে কমিশনের ভ্রান্ত রেগুলেশন।

৪। বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ৬২(৩) ধারায় মাশুল পৃথকীকরণ সম্পর্কে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কমিশন অভিন্ন মাশুল নীতিকে প্রয়োগ করেছে।

কলকাতা জেলা ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অমর শহীদ যতীন দাসের জন্মশতবর্ষ ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ উপলক্ষে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এ আই ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ২৭-২৮ নভেম্বর রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে দু'দিনব্যাপী এক নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার বিভিন্ন এলাকার ডি ওয়াই ও কর্মী ও সমর্থকদের উদ্যোগে গঠিত ১৬টি টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদদের নামে টিমগুলির নামকরণ করা হয়।

প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার সময়ে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ফুটবল প্রশিক্ষক অমল দত্ত। প্রতিযোগিতা শেষে তিনি বিজয়ী বড়িশার বাদল গুপ্ত ব্রিগেড এবং রানার্স মধ্য কলকাতার রাজগুরু ব্রিগেডের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেন। ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রতিযোগিতা সংগঠিত করার জন্য সংগঠনের কর্মীদের তিনি অভিনন্দন জানান এবং রাজ্যব্যাপী এই ধরনের অসংখ্য প্রতিযোগিতা সংগঠিত করার আহ্বান জানান। সমগ্র প্রতিযোগিতা সফল করে তুলতে স্থানীয় যুবকরা বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। ডি ওয়াই ও কলকাতা জেলার পক্ষ থেকে জেলার যুবকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই ধরনের প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর।

সমাবেশ থেকে দুর্বার নারীআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

একের পাতার পর

প্রচার তুলেছিলেন তারা, লাখে লাখে সই সংগ্রহের জন্য সংগঠনের শত শত মহিলা কর্মী-সমর্থক-দরদী রাস্তায় স্কুলে কলেজে, অফিসে আদালতে গিয়েছেন। আইনবিদ্‌দের সাহায্য চেয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি রাজিন্দর সাচার দিল্লির এক কনভেনশনে দাঁড়িয়ে বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা যায়, আপনারা নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করুন, ন্যায্য দাবি তুলুন। এভাবেই গোটা দেশজুড়ে সই সংগ্রহ ও অর্থসংগ্রহ করে নিজেদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সংগঠন।

এই উদ্দেশ্যেই দিল্লির বুকে হাজার হাজার মহিলাদের এই জমায়েত এবং ১ ডিসেম্বরের এই মিছিল। ভারতবর্ষের ১৮টি রাজ্য থেকে মহিলারা এসেছেন। একদল কর্মী দিল্লির পাড়ায় পাড়ায় কলেজে কলেজে, অফিসে ঘুরেছে, প্রচার করেছে, অর্থ সংগ্রহ করেছে। সাড়াও পেয়েছে অনেক। দিল্লির মহিলারাও যোগ দিয়েছিলেন ঐ মিছিলে। প্রথমে আট লাইন, তারপর চার লাইন, শেষে দুই লাইনে সুসজ্জিত এই মিছিল রামলীলা ময়দান থেকে শুরু করে এগিয়ে গেল পার্লামেন্ট স্ট্রীটের দিকে। ব্যানারে প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত, স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত এ মিছিল হাজার হাজার মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টির মধ্য দিয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছলে পুলিশ তার গতিরোধ করে। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সভা। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী সহ অন্যান্য রাজ্য নেত্রীগণ। সংগঠনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন বিচারপতি রাজিন্দর সাচার। তিনি তাঁর বক্তব্যে নির্ভীকভাবে সুপ্রিমকোর্টের রায়কে বিরুদ্ধতা করার আহ্বান জানান। এই সমাবেশকে অভিনন্দিত করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ও বিচারপতি কৃষ্ণ আইয়ার। বার্তা দু'টি সভায় পাঠ করে শোনানো হয়। সভায় প্রত্যেক বক্তাই নারী ধর্ষণ, অপহরণ, শ্লীলতাহানি, অ্যাসিড ছোঁড়ার ক্রমবর্ধমান ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। টিভিতে, সিনেমায়, সংবাদ মাধ্যমে অশ্লীলতার ব্যাপকতা এবং মদের ঢালাও লাইসেন্স কীভাবে নারী জীবনকে বিপন্ন করে তুলছে বক্তব্যে তার উল্লেখ করেন। উদারীকরণ, বিশ্বায়নের পথে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়েও বক্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বক্তারা বিশেষ করে মণিপুর ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা নারীর খুন, ধর্ষণের তীব্র বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন।

সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কমরেডস শাইলা কে জন (কেরালা), সাধনা চৌধুরী (পশ্চিমবঙ্গ), বীণাপাণি দাস (ওড়িশা), চন্দ্রলেখা দাস (আসাম), সাধনা মিশ্র (বিহার), লিলি দাস (ঝাড়খণ্ড), জয়ন্তী (তামিলনাড়ু), অপর্ণা (কর্ণাটক), কুসুম সিং (দিল্লি), কান্তা শর্মা (হরিয়ানা), চন্দ্রা পাত্র (এম পি), রশ্মি মালব্য (ইউ পি), নন্দিনী ভোন্ডে (মহারাষ্ট্র), মীনাক্ষি যোশী (গুজরাট), শিবানী দাস (ত্রিপুরা), প্রমিলা (অন্ধ্রপ্রদেশ)। এই সমাবেশ থেকে সংগঠনের সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলা হয় যে, প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনার তারিখ পরে জানানো হবে। সাধারণ সম্পাদিকা এইচ জি জয়লক্ষ্মীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

কমিউনিজমের মহান আদর্শে নারী জাগৃতি ঘটাতে হবে

কমরেড নীহার মুখার্জীর বার্তা

সমবেত মা ও বোনেরা,

১ ডিসেম্বর, ২০০৪, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে 'পুরুষ পুলিশ দিয়েই দিনে রাতে যে কোনও সময়ে মহিলাদের গ্রেপ্তার করা যাবে' — সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রতিবাদে এবং ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতন, নারী পাচার, টিভি, সিনেমা ও পত্র-পত্রিকায় অশ্লীলতা, নগ্ন নারীদেহ প্রদর্শন প্রভৃতি বন্ধের দাবিতে পার্লামেন্ট ভবনের সামনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত মহিলাদের বিক্ষোভ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল।

নারীর আত্মমর্যাদা নারীদেরই রক্ষা করতে হবে। আর তার জন্য চাই নারী সমাজের প্রত্যেকটি জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির আধারে শক্তিশালী সুসংগঠিত ও লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার কার্যক্রম। নারীদের বুঝতে হবে, দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান তৃতীয় তীব্র সাধারণ সংকটের যুগে শুধু এবেলা-ওবেলার সংকটে ভুগছে তাই নয়, পুরো ব্যবস্থাটাই চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও নিকৃষ্ট ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষও এই চরম সংকটে জর্জরিত বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই এখানেও এই একই জিনিস আমরা ঘটতে দেখেছি। উপরন্তু, সংকট যত বাড়ছে শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী তার সমস্ত বোঝাটা আপামর জনসাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে নারীরা গণআন্দোলনের পথে যাতে না যেতে পারেন, তার জন্য শাসক পুঁজিপতিশ্রেণী যে হীন চক্রান্তের জাল বুনছে, তাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শোষিত মানুষের আত্মমর্যাদা ও নৈতিক মেরুদণ্ডটাকেই ভেঙে দেবার জন্য তারা মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। আর, একবার যদি তাদের এই ষড়যন্ত্র সফল হয়, তাহলে সমস্ত আন্দোলনের যেটা উৎস, সেই উন্নত বল ও উন্নত সংস্কৃতিকেই তারা ধ্বংস করে দেবে। তাই সমস্ত শক্তি সংহত করে একে প্রতিরোধ করতে হবে। নারীসমাজকে তাদের সমস্ত দাবিদাওয়ার আন্দোলনগুলোকে যেমন নারীমুক্তি আন্দোলনের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে, তেমনি, এর পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কমিউনিজমের মহান আদর্শে দেশজুড়ে নারী জাগৃতি ঘটাতে হবে, যা ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের সংগ্রামের সহযোগী রূপে কাজ করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন এই আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ারের বার্তা

(প্রবীণ আইনবিদ, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার দিল্লির মহিলা সমাবেশে নিম্নলিখিত বার্তা পাঠান)

"ভারতের ভগিনীরা, তোমরা একা নও। ভারতের নারীসমাজ ভারতেরই অঙ্গ এবং যখনই যেখানে তোমাদের উপর উৎপীড়ন-অত্যাচার হবে, তোমাদের মর্যাদায় আঘাত করার দুঃসাহস কেউ দেখাবে, তখনই ভারতের ভ্রাতৃসমাজকে তোমাদের পাশে দাঁড়াতেই হবে এবং তারা দাঁড়াবেই। আমাদের দেশের ঐক্য এবং নারীপুরুষ নির্বিশেষে আমাদের জনগণের ভ্রাতৃত্ববোধ মানব সংহতির রূপেই বহাল থাকবে। এটাই আমাদের সংস্কৃতি, যার রক্ষাকর্তা হচ্ছে সংবিধানের ভাষায়, 'আমরা জনগণ।' আমরা সম্মিলিতভাবেই বাঁচব এবং মহত্ত্ব, শালীনতা ও পবিত্রতার মতো অনস্বীকার্য মূল্যবোধগুলিকে আমরা রক্ষাও করব সম্মিলিতভাবেই। দেশের একজন মা, একজন কন্যাও যদি আক্রান্ত হয় একজন ভারতীয় হিসাবে, একজন মানুষ হিসাবে আমি একা হলেও তাদের পাশে থাকব। চলো, আমরা এগিয়ে যাই, জয় আমাদের। — মানব অধিকারের ঐতিহ্যের মধ্যে, আমাদের ঐক্যের গৌরবের মধ্যে যে পৌরুষ ও তীব্র সাহসিকতা রয়েছে, তার কাছে যাবতীয় কদর্যতা, অপরাধ ও নির্লজ্জ বর্বরতাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

আজ ১ ডিসেম্বর পার্লামেন্টের সামনে, একটি মহান সংগঠন এ আই এম এস এস-এর সংগ্রামী আদর্শে উজ্জীবিত মহিলাদের বিশাল সমাবেশ থেকে নারীসমাজের প্রকৃত বার্তা অবশ্যই দেশের শাসকশ্রেণীগুলির কাছে পরিষ্কারভাবে পৌঁছাবে।"

রাঁচিতে রাজভবন অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জ

পুলিশি লাঠি-অত্যাচার সত্ত্বেও জনগণের দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন ভারতের রাজ্যে রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। নতুন রাজ্য গঠিত হলেও ঝাড়খণ্ডের সাধারণ মানুষের জীবনের সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনে সমস্যা বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রের সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস সরকারের পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মত নেমে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণীর যথার্থ বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটি ২৪ নভেম্বর রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে গণঅভিযানের ডাক দেয়। তার আগে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য পথসভা, মিছিল, গ্রুপ মিটিং, ধর্না অনুষ্ঠিত হয়। রাঁচি, জামশেদপুর, ধানবাদ, বোকারো সর্বত্র পথসভাগুলিতে সাধারণ মানুষ আগ্রহ সহকারে বক্তব্য শোনেন। সমস্যাদীর্ণ মানুষ অন্যান্য দলের কাছে তাদের জীবনের সমস্যারই বর্ণনা শোনেন, যেন এ সমস্যার কথা তাঁরা জানেন না। কিন্তু সেই ভাষণে থাকে না সমস্যা থেকে মুক্তির দিকনির্দেশ। কিন্তু এস ইউ সি আই-এর সভাগুলিতে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা শোষণমুক্তির সঠিক নিশানা দেয় বলে সাধারণ মানুষের আগ্রহ এত বেশি। তাই ২৪ নভেম্বর দেখা গেল রাঁচি রেল স্টেশনে শত শত মানুষ সমবেত হয়েছেন রাজভবন অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য। ব্যানারে-প্ল্যাকার্ডে সুসজ্জিত, স্লোগানে মুখরিত মিছিলটি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র এলবার্ট এক্কা চকে পৌঁছলে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে এবং এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ শুরু করে দেয়। প্রবল লাঠিচার্জে অনেকেই সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এরই প্রতিবাদে পরদিন ২৫ নভেম্বর সারা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

২৪ নভেম্বর রাঁচিতে ছিল বিজেপি'র মিছিল। ঐ মিছিল সফল করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডা বিজেপিকে সরকারি তহবিল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেন। বিজেপি'র মিছিল সফল করার জন্য পুলিশ-প্রশাসন নেমে পড়ে। এরই পাশাপাশি একই দিনে এস ইউ সি আই-এর মিছিলে বর্বরোচিত পুলিশি লাঠিচার্জ সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে। তারাই প্রতিবাদে সরব হলে পুলিশ লাঠিচার্জ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী পুলিশি লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করার সাথে সাথে অবিলম্বে সরকারি তহবিল থেকে বিজেপি'র মিছিলের জন্য টাকা দেওয়ার বিষয়ে তদন্তপূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এই রাজভবন অভিযান কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস্ রবীন সমাজপতি, সীতারাম টুডু, বিমল দাস, কে পি সিং, আর এস শর্মা, রামলাল মাহাতো প্রমুখ।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে

এ আই ডি এস ও'র জয়

সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে কমরেড মোহিত মিশ্র এবং ল' ফ্যাকাল্টিতে কমরেড সুমনলতা শুক্লা বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব কী এনেছিল

দেশ গঠনের প্রেরণায় নতুন মানুষ

[মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে, লেনিন প্রদর্শিত পথে সোভিয়েট ইউনিয়ন শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এবং উন্নত সংস্কৃতিসমৃদ্ধ মানুষ গড়ার যে কর্মসূচি নিয়েছিল, স্টাখানোভাইট আন্দোলন তার প্রত্যক্ষ ফসল। ১৯৩৫ সালের এই আন্দোলন সমকালীন দুনিয়াকে বিস্মিত করে দিয়েছিল। শ্রমিক মানেই কর্মবিমুখ, শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা দিলে তারা উৎপাদনে উৎসাহ হারায় ইত্যাদি প্রচার — যা আজও চলে — তা কতখানি মিথ্যা, স্টাখানোভাইট আন্দোলন সেটা প্রমাণ করেছিল। শিল্পোন্নয়নে বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে সে সময় সোভিয়েত নেতৃত্ব বাধ্য ছিলেন। তারই সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী শিল্পক্ষেত্রে নাশকতামূলক কাজ চালাচ্ছিল। অন্তর্ঘাতের ফলে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি ঘটছিল। এ সময়ে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি —শ্রমিকশ্রেণীকে উৎপাদনের যান্ত্রিক কলাকৌশল আয়ত্ত করে, বুর্জোয়াদের সাহায্য না নিয়ে শিল্পায়নের ক্ষমতা অর্জনের জন্য আহ্বান করে।

সেই আহ্বানে গোটা দেশে যে ঢেউ ওঠে তা শুরু করেছিলেন কয়লাখনির মালকাটা শ্রমিক আলেক্সেই স্টাখানভ। তাঁর নামেই এই আন্দোলন স্টাখানোভাইট আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। সামান্য মজুর থেকে স্টাখানভ 'অর্ডার অব লেনিন' পুরস্কারে সম্মানিত হন এবং সোভিয়েটের সর্বোচ্চ শাসনসংস্থা সুপ্রিম সোভিয়েটের সদস্য নির্বাচিত হন। মেহনতি মানুষদের জড়িত করে উন্নতির সুযোগ ও গণতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং শ্রমিক চাষীর দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচালনা যে সমাজতন্ত্রেই সম্ভব — এ শুধু তত্ত্বে লেখা নয়, বাস্তবে করে দেখিয়েছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন। এই সংগ্রামের বাস্তব রূপকার আলেক্সেই স্টাখানভের এই রচনাটির ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে, সোভিয়েট ইউনিয়ন নিউজ (মার্চ ১৯৪৩) পত্রিকা থেকে মূল ইংরেজির বাংলা অনুবাদ আমরা প্রকাশ করছি — সম্পাদক, গণদাবী]

শ্রমের ব্যবহারকে আরও বেশি দক্ষ করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে একটা শক্তিশালী আন্দোলন চলছে। শ্রমের উৎপাদনশীলতা এ যাবৎ যা ছিল, এই আন্দোলনের ফলে তা দুই, তিন এমনকী দশগুণ পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। কয়লাশিল্প থেকে জন্ম নিয়ে এই আন্দোলন শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে এবং কৃষিক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপক জনগণকে জড়িত করে এই আন্দোলন গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছে এবং সর্বত্র উৎপাদনের পরিমাণ ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত পুরনো, কালজীর্ণ ধারণা ও হিসাবনিকাশকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার জন্য সোভিয়েট শ্রমিক-জনতার এই বিশাল আন্দোলন, আমার নামে — আমার মতো একজন সাধারণ কয়লা-কাটিয়ে খাদান মজদুরের নামে — পরিচিত হল কী করে? কী আমার কর্মপ্রক্রিয়া?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে, নিজের জীবন সম্পর্কে দু-চার কথা আমার বলা দরকার। দরিদ্র এক চাষী পরিবারে আমার জন্ম, বয়স এখন তেত্রিশ। আমার শৈশব ছিল নিরানন্দ, আঁধারে ঢাকা। ন'বছর বয়সে আমি এক ধনী চাষীর খামারে পেটভাতায় মুনিষ খাটতে শুরু করি, মাইনে কিছু ছিল না। এরপর বছর তিনেক রাখালের কাজ করেছি, তারপর আবার কৃষিখামারে কাজে ঢুকি। সোভিয়েট সরকারের আমলে আমি খনিতে কাজ পাই।

কাদিয়েভকায় (বর্তমানে সেরগো) সেন্ট্রাল ইর্মিনো কোলিয়ারিতে আমি কাজ পাই। আমাদের গ্রামের প্রায় তিরিশ জন এখানে কাজে নিযুক্ত হয়। নিয়মমাফিক পথ ধরেই কাজ শুরু করি। প্রথমে ছিলাম ব্রেকম্যান, পরে পনিম্যান এবং শেষপর্যন্ত নিজে হাতে কয়লা কাটা শুরু করি।

যত দিন যায় ততই আমি এই খনি, আর খনিতে যারা কাজ করে তাদের সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িয়ে পড়ি। কাজই হয়ে ওঠে আমার ধ্যানজ্ঞান।

যখন আমি প্রথম বাতাসের চাপে চালিত যান্ত্রিক গাঁইতি (নিউম্যাটিক পিক) দিয়ে কয়লা কাটি তখন যন্ত্র ব্যবহারে সড়গড় হতে বেশ সময় লেগেছিল। কিন্তু আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে থাকি এবং আমার লেগে থাকার মনোভাব শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। ক্রমশ আমি যন্ত্র ব্যবহারের কায়দাকানুন আয়ত্ত করি এবং আমার কাজ ক্রমশ আরও ভালো হতে থাকে। এ সময়ে দৈনিক গড় স্বাভাবিক উৎপাদন হতো শ্রমিক পিছু পাঁচ টন, কাজ হতো তিন মিটার জায়গা জুড়ে। আমি প্রায়ই পাঁচ মিটার জায়গা জুড়ে আট টন কয়লা কাটতাম। এক বছরের মধ্যেই আমাকে নিউম্যাটিক গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটা সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানো হয়। এই প্রশিক্ষণে আমার কাজের খুবই উন্নতি ঘটে। আমি এক শিফটে দশ টন করে কয়লা কাটতে শুরু করি। কিন্তু এখানেই আমি থামতে চাইনি, ক্রমাগত আরও উৎপাদন বাড়াতে চাইছিলাম। কারণ ততদিনে আমি বুঝেছি, নিউম্যাটিক গাঁইতি দিয়ে যে পরিমাণ কাজ করা সম্ভব তার তুলনায় আট বা দশ টন কয়লা কাটা কিছুই নয়।

পর্যবেক্ষণ, হিসাবনিকাশ এবং ভাবনাধারণা থেকে উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ানোর বাস্তব কিছু পরিকল্পনা এবং কিছু সিদ্ধান্ত আমার মাথায় আসে। কয়লার যে স্তরটা আমরা কাটছি সেটা আটটা ছোট ছোট সেকশনে ভাগ করা; প্রতি শিফটে দশজন করে কাটিয়ে কাজ করে। ফলে একজন যদি উৎপাদন বাড়াতেও চায় তবে ঘেঁষাঘেষি করে কাজ করার দরুন সে তা পারবে না। এক একটা সেকশনে এতো লোক যে একে অপরের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাছাড়া কাজের ছকটা এমন যে, গাঁইতিগুলোকে প্রতি শিফটে তিন-সাড়ে তিনঘণ্টা বা আরও কম সময় কাজে লাগানো হয়। বাকি সময়টা যায় কাঠের ঠেকনা বসাতে। যেহেতু কয়লাকাটা এবং খুঁটি লাগানো দুটো কাজ আমরাই করি, তাই যখন খুঁটি লাগাই তখন গাঁইতিগুলো পড়ে থাকে। এসব অসুবিধাগুলো দূর করার পর আমি ছ'ঘণ্টার একটা শিফটে ১০২ টন কয়লা কাটি। এত উৎপাদনের কথা কেউ কোনদিন শোনেনি। আমাদের দেশে সাত, আট বা নয় টন হল সর্বোচ্চ গড় উৎপাদন। এমনকী রুর জেলার পুরনো কয়লা খনির পাকা শ্রমিকদের মিলিত অভিজ্ঞতায়ও গড় উৎপাদন মাথাপিছু সাড়ে সতের টন। উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির এই ফলাফল শ্রমিকদের উদ্যোগ এবং পরিশ্রমের পথে সমস্ত বাধা ঝেঁটিয়ে সাফ করে দেয়।

আমি রেকর্ড উৎপাদন করার পর কী হল? রেকর্ড করার পরদিনই দ্যুকানভ তার কাজের ছক এমনভাবে সাজায় যাতে সে এক শিফটে ১১৫ টন কয়লা কেটে ফেলে। কয়েকদিন পরেই কনৎসেভালোভ কাটে ১২৫ টন, আর শেভচেঙ্কো ১৫১ টন কয়লা কাটে। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা এক শিফটে ২০০ টন করে কয়লা কাটতে থাকি। মনে হচ্ছিল আমরা বোধহয় ক্ষমতার শেষ সীমায় পৌঁছেছি। কিন্তু কয়েকদিন পরে নিকিতা ইজোতোভ ও আরতুখিন ৫৩৬ টন কয়লা কাটে। যেদিকেই দেখি, সেখানেই আমাদের সহকর্মীরা নিজের নিজের সেকশনে গাঁইতির মুখে আরও বেশি, আরও বেশি উৎপাদন করতে চায়। ডজন ডজন, শ'য়ে শ'য়ে শ্রমিক আমার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই তা আরও উন্নত করতে থাকে। ২০০, ৩০০ টন বা আরও বেশি কয়লা কাটে, এমন শ্রমিক ডজন ডজন দেখা গেল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে।

উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। পরিবহন শিল্প, কলকারখানা, কৃষি — বাস্তবে অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে এই আন্দোলন গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে প্রথম স্টাখানোভাইটরা আত্মপ্রকাশ করেছিল, এখন তারা সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। বহু শিল্পের ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশ শ্রমিকই স্টাখানোভাইট। উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত এই গণআন্দোলন একটি মাত্র জায়গা থেকে শুরু হয়ে এত বিপুল শক্তি নিয়ে এত দ্রুত গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ল কীভাবে?

আচমকা গড়ে ওঠা আন্দোলন মানেই কি তা সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী? একেবারেই না। আন্দোলন সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ভ্রান্ত।

স্টাখানোভাইট আন্দোলন ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি; ঘূর্ণিঝড়ের গতিতে তা গোটা সোভিয়েট ইউনিয়নে ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ আজকের সোভিয়েটের সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই এই আন্দোলনের উর্বর জমি তৈরি ছিল। সময়টাও ছিল খুবই অনুকূল। শুধু একটা ধাক্কা, প্রাথমিক উদ্যমের ছিল অপেক্ষা। সেটা ঘটতেই আন্দোলন ফেটে পড়ে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়।

স্টাখানোভাইট আন্দোলনের মূল ছিল নীচের স্তরের শ্রমিকদের মধ্যে, খনিখাদানে, কারখানার কাজের টেবিলে, কারখানার শপগুলিতে। জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে এর সৃষ্টি ও বিস্তার। বহু শিল্প ও কলকারখানায়, যেসব ম্যানেজার ও ইঞ্জিনিয়াররা উৎপাদন ক্ষমতা ও উৎপাদনের হার সম্পর্কে পুরনো ধারণা আঁকড়ে ছিল তাদের বাধার — কখনো বা প্রবল একগুঁয়ে বাধার — মোকাবিলা করেই স্টাখানোভাইটদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়েছিল।

সোভিয়েটের শ্রমজীবী মানুষ, যাঁরা কাজকে উন্নত করতে, আরও সুন্দর ফলাফল পেতে তাঁদের ব্যক্তিগত দক্ষতা, সকল কর্মোদ্যম, সম্পদ এবং উদ্যোগকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর, স্টাখানোভাইট আন্দোলন সেই জনগণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও উন্নত সমাজচেতনার ফসল। জনগণের মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হওয়ার, স্টাখানোভাইট আন্দোলন গড়ে ওঠার পিছনে কতকগুলি বুনিয়াদী উপাদান আছে।

প্রথমত, স্টাখানোভাইট আন্দোলন একটা বিশাল গণআন্দোলনের রূপ নিতে পেরেছিল, কারণ সোভিয়েট জনগণ জানত তারা পুঁজিপতিদের লাভের জন্য কাজ করছে না, তারা উৎপাদন করছে নিজেদের জন্য, নিজেদের প্রয়োজন আরও ভালোভাবে মেটাবার জন্য। তারা জানত, তারা কাজ করছে এমন একটি দেশে, যেদেশে পুরো জাতীয় আয় শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হয়; যেদেশে উৎপাদনের সমস্ত হালহাতিয়ার — যা নিয়ে তারা কাজ করে, মিল ও ফ্যাক্টরি — যেখানে তারা কাজ করে ; দেশের সমস্ত জমি ও খনিজ সম্পদ সবকিছুর মালিকানা সকল শ্রমজীবী মানুষের, সমস্ত সমাজের; একজন ব্যক্তির কাজের অগ্রগতি ও উন্নয়ন যেদেশে সমষ্টির কল্যাণের ক্ষেত্রে অবদান হিসাবে কাজ করে। সোভিয়েট জনগণ জানে, দেখে এবং বোঝে, কাজ যত বেশি উন্নত হবে দেশ তত বেশি সমৃদ্ধ হবে, নাগরিকদের জীবন তত সুন্দর ও স্বচ্ছন্দ হবে। এই হল কারণ, যে কারণে সোভিয়েট জনগণ তাদের কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়, এ জন্যই তারা দেশের সমৃদ্ধির চেষ্টায় বিন্দুমাত্র কসুর করে না, যা যা করা সম্ভব ঝাঁপিয়ে পড়ে তা করে। সোভিয়েট মাতৃভূমিকে তারা ভালোবাসে, এ থেকেই তারা যন্ত্রকে, কারখানাকে, তাদের কাজকে ভালোবাসে।

যদি কোন স্টাখানোভাইটকে জিজ্ঞাসা করা যায় কেন সে রেকর্ড ভাঙার চেষ্টা করে, অনিবার্যভাবেই জবাব আসে — কাজের প্রতি আন্তরিক আগ্রহই আছে এর মূলে, এর থেকে অর্জিত সুফলগুলি এরই স্বাভাবিক পরিণতি। এই জবাব সোভিয়েট জনগণের সাধারণ মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

১৯৩৩ সালের মে মাসে ফরাসি খনিশ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি দল দোনেৎস বেসিন এলাকায় আমাদের খনি শহর গরলোভকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে, বিরে শহর থেকে প্রকাশিত 'দ্য মাইনার' পত্রিকায় তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেখান থেকে কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি —

''নিউম্যাটিক গাঁইতির চাপা আওয়াজ আমাদের কানে আসছিল, সুড়ঙ্গের গ্যালারিতে চারজন শ্রমিক, আমাদের আগমনে বেশ অখুশি।

আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সোভিয়েট কমরেডদের মনোভাব বদলে গেল। আলোটা তুলে ধরার পর আমরা চারটে হাসিমাখা কালো মুখ দেখতে পেলাম।

আমরা বোধহয় অসুবিধা সৃষ্টি করলাম? তাই না?' — আমার প্রশ্ন।

— তাদের একজন জবাবে বলে — 'তাতে কী হয়েছে। দেখ তোমরা হলে আমাদের অতিথি। আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় আমাদের কেউ এসেছে।'

— 'কাজ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও তো তোমরা বেতন পাবে, তাই না?'

— 'হ্যাঁ, তা পাবো' — ইয়েরমাশকো জবাব দেন। উনি একজন স্টাখানোভাইট, এটা আমাদের জানানো হয়েছিল।

— 'তাহলে অখুশি হওয়ার কী আছে?'

— 'একথা বলছ কেন? সময় নষ্ট মানেই, কম কয়লা। অথচ আমাদের এখন প্রচুর কয়লা চাই।'

যখন সে 'আমাদের' শব্দটা উচ্চারণ করে, মনে হয় যেন গোটা খনিটার সে মালিক।

আমি মুখের ওপর প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম। — 'তোমার কি ঘরে যথেষ্ট কয়লা নেই?'

অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে সে জবাব দিল — 'আমাদের মানে আমি বলছি দেশের, আর তুমি বলছো আমার ঘরের ...' অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এখানে জনগণ কাজ করে, কাজে তারা আনন্দ পায়। তাদের সকল সমৃদ্ধির এটাই উৎস।''

সোভিয়েট ইউনিয়নে স্টাখানোভাইট আন্দোলন গড়ে ওঠার আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। দেশে আনা হয়েছে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, শ্রমিকরা সেসব যন্ত্র চালনায় সুদক্ষ হয়ে উঠেছে। উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ করতে শিখেছে সোভিয়েট জনগণ। তাই যন্ত্র দিয়ে আগে যে উৎপাদন তারা করত, যন্ত্র দিয়েই এখন তার দুগুণ, তিনগুণ, দশগুণ উৎপাদন তারা করছে।

সাতের পাতায় দেখুন

হিংস্র মার্কিন হামলার মুখে প্রতিরোধে অবিচল ইরাক

ভোটের সন্দেহজনক ফলাফলে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় বসেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের প্রশাসন নতুন করে চড়াও হয়েছে ইরাকের ওপর। ফালুজাকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে একদিকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সেজে ইরাকের পুতুল সরকারকে দিয়ে সেদেশে আগামী জানুয়ারিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছে আমেরিকা, অন্যদিকে ট্যাঙ্ক-বোমা-বন্দুকের আঘাতে আঘাতে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেখানকার ফালুজা শহর। বুশ বাহিনী মনে করেছিল, নিজেদের সর্বশক্তিমান হিসাবে জাহির করে তারা বিশ্ববাসীর সমীহ আদায় করে নেবে ; কিন্তু বর্বরতার নজির দেখে গোটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষ সম্ভ্রমের পরিবর্তে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে প্রবল ঘৃণা। কোন স্বাধীন সংবাদসংস্থা নয় (ইরাকে এখন এ'রকম সংস্থা নেই বললেই চলে), খোদ পেন্টাগন নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকরা ফালুজার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যে ছবি পাঠিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে — অসহায়, নিরস্ত্র, আহত এক স্বাধীনতা যোদ্ধাকে নৃশংসভাবে হত্যা করছে মার্কিন সেনারা। অবশ্য দখলদারবাহিনীর এই বর্বরতা ইরাকি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মনোবলকে বিন্দুমাত্র নষ্ট করতে পারেনি ; বরং ফালুজায় হানাদারির প্রতিক্রিয়ায় ইরাকের মসুল, বেইজি, বাকুবা, রামাদি, তিকরিত সহ অসংখ্য শহর-নগরে নতুন করে তীব্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। ফালুজায় সেনা অভিযানের দ্বিতীয় দিনে ইরাকের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিরোধবাহিনী কমপক্ষে ১৩০টি আক্রমণ চালিয়েছে। এই ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের সামনে পড়ে মার্কিন সেনাবাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় তারা চূড়ান্ত নৃশংস আচরণ করে চলেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস থেকে পাওয়া সংবাদে জানা যাচ্ছে, ফালুজায় আরও তিনজন নিরস্ত্র এবং আহত ইরাকি যুদ্ধবন্দীকে মার্কিনবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। এই হচ্ছে তাদের ফালুজা শহর 'মুক্ত' করার

''এই পরিস্থিতিতে যারা মনে করে আমেরিকা গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা এনে দেবার জন্য ইরাক আক্রমণ করেছে, হয় তারা নির্বোধ, নয়তো মার্কিনবাহিনীর দালাল'' — মন্তব্য করেছেন ফালুজার বাসিন্দা মছের ইয়াকুব। গোটা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই আজ এই মতের সমর্থনে সামিল। ইরাকি প্রতিরোধযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বের দেশে দেশে চলছে গণবিক্ষোভ। যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাল্টিমোর, বোস্টন, নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, চিকাগো, সানদিয়েগো, সানফ্রানসিসকো, ওয়াশিংটন ডি সি, বাফেলো সহ অসংখ্য মার্কিন শহরে ফালুজায় বুশের হানাদারির বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন অগণিত সাধারণ মানুষ। সৈন্যবাহিনীর লোকেরাও পিছিয়ে নেই। ১৬ নভেম্বরের 'নিউইয়র্ক টাইমস' জানিয়েছে, মার্কিন সেনাবিভাগের কর্তারা ৪ হাজার সৈন্যকে ইরাকে ফিরে গিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু প্রায় অর্ধেক সৈন্য সে নির্দেশ মেনে যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে।

প্রতিবেশী আরব দেশগুলির হাজার হাজার সাধারণ মানুষও ফালুজায় মার্কিন নৃশংসতার শিকার ইরাকি জনসাধারণের প্রতি সহমর্মিতায় বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন।

স্বভাবতঃই সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছেন ইরাকের স্বাধীনতাপ্রিয় জনসাধারণ। দেশের এই দুর্দিনে মার্কিন দখলদারদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন দেশপ্রেমিক বীর ইরাকি যোদ্ধারা। হাজার মৃত্যু, হাজার অত্যাচার তাঁদের মনোবলে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। মার্কিন প্রশাসন, ইরাকে ক্ষমতায় আসীন তাদের দালাল সরকার এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যম ইরাকের সাধারণ মানুষের মনে বিভেদের বীজ বোনার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। প্রতিরোধযুদ্ধ যাতে দুর্বল হয়ে যায় সেজন্য বুশ ও তার দালালরা সেদেশের শিয়া ও

(ইন্টারনেটে www.free-iraq.org-এ এটির পূর্ণ বিবরণ আছে)।

ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে, ঐ বাথ নেতা নিজের নাম গোপন রেখে, সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এই যুদ্ধের পরিণাম খুবই নির্মম এবং শত্রু দেশবাসীর ওপর তা চাপিয়ে দিয়েছে। তবে বাথপন্থী এবং ইরাকের সাধারণ মানুষের কাছে এই আগ্রাসন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বহু আগে থেকে পরিকল্পনা তৈরি ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিকল্পনা হল গণপ্রতিরোধ; এবং এত দ্রুত গড়ে ওঠা প্রতিরোধের নজির ইতিহাসে আর নেই। তিনি বলেন, প্রতিটি ইরাকি শহরে নতুন করে বাথ পার্টির মূল নেতৃত্ব সংগঠিত করা হয়েছে এবং শত্রু ও দালালদের পরাজিত করতে পার্টির নেতৃত্বে বিরাট সংখ্যক সদস্য সমসাময়িক ইতিহাসের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এক জাতীয় যুদ্ধে লড়ছেন।

বাথ পার্টির সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের সমঝোতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ঐ নেতা বলেন — এ সবই হল মার্কিন প্রশাসনের মনগড়া প্রচার। তিনি বলেন, ''দখলদার এবং আমাদের মাঝে এখন একটাই সংলাপ চলছে। সে সংলাপ হল অস্ত্রের ও প্রতিরোধের। যতদিন দখলদারি চলবে, মার্কিন প্রশাসনের সাথে কোন সমঝোতা হবে না।''

সাদ্দাম হোসেন সহ বাথ পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের অনেকেই আজ দখলদারদের কারাগারে বন্দী। পার্টি এবং প্রতিরোধ সংগ্রামের ওপর এর কী প্রভাব পড়েছে — এই প্রশ্ন করা হলে বাথ পার্টির ঐ নেতা বলেন, সাদ্দাম হোসেন এবং অন্য শীর্ষনেতাদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, তাতে তাঁরা বিস্মিত নন। এই ধরনের যেকোন পরিণতির জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন এবং এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েই পার্টির সব প্রদেশের নেতারা যুদ্ধে তাদের ভূমিকা রেখেছেন এবং রেখে চলেছেন। তিনি জানান, লেবাননে অনুষ্ঠিত বাথ পার্টির সর্বশেষ গোপন কংগ্রেসে

কশাই বুশ ফিরে যাও — জর্জ বুশ কানাডা সফরে গেলে শহরে শহরে এভাবেই মানুষ অভ্যর্থনা জানায়। বাঁদিকে অটোয়া এবং ডানদিকে হ্যালিফ্যাক্স শহরের দৃশ্য।

নমুনা!

শুধু প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নয়, ফালুজাকে 'মুক্ত' করার নামে জর্জ বুশের ঘাতকবাহিনী এবার সাধারণ ইরাকি নাগরিকদেরও নির্বিচারে হত্যা করেছে। বাগদাদে কর্মরত 'রেডক্রস'-এর এক উচ্চপদস্থ অফিসার নাম গোপন রাখার শর্তে জানিয়েছেন, মার্কিন সৈন্যরা ফালুজা শহরে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৮০০ জন সাধারণ নাগরিককে হত্যা করেছে। ইন্টারনেট মারফত সারা খোর্শেদ জানিয়েছেন, মার্কিন সেনারা ফালুজায় সাধারণ নাগরিকদের ঘরবাড়িগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত নাগরিক পরিকাঠামো, ডাক্তারখানা, এমনকী হাসপাতালগুলিকেও। যে মানুষগুলি আজও টিকে আছেন, কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেও জীবন তাদের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। প্রাণধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসটুকুও এখন তাঁদের নাগালের বাইরে। এঁদের একজন হলেন মুনা সালিম। মুনা ও তাঁর বোন, পরিবারের সকল সদস্যকে মার্কিন ঘাতকদের হাতে খুন হতে দেখেছেন। কোনক্রমে বাগদাদে পালিয়ে গিয়ে ফালুজার সেইসব ভয়াবহ দিনগুলির বিবরণ দিচ্ছিলেন তিনি। মুনা জানিয়েছেন, শহরের কোনও মানুষ সারাদিনে একবারও ঘরের বাইরে বের হতে সাহস করে না। আতঙ্কে তাঁরা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত পারে না; প্রতি মুহূর্তে দুশ্চিন্তা — এই বুঝি খাবার-দাবার কিংবা জল শেষ হয়ে গেল। এদিকে ইরাকের সেবামূলক সংস্থা 'রেড ক্রেসেন্ট', ডাক্তার এবং ত্রাণকর্মী সহ ট্রাক ভর্তি খাবার নিয়ে ফালুজায় প্রবেশ করার অনুমতির অপেক্ষায় শহরের বাইরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছে, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরিচালিত সে দেশের পুতুল সরকার এবং মার্কিন সেনাবাহিনী তাদের সেই অনুমতি দেয়নি।

সুন্নি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির আশায় সম্প্রতি 'সুন্নি ট্রায়াঙ্গল' তত্ত্ব প্রচার করছে। এর দ্বারা তারা বোঝাতে চাইছে, যেন কেবলমাত্র সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত ইরাকিরাই প্রতিরোধ সংগ্রামে সামিল। তাই প্রতিরোধ লড়াই যেন কেবল সুন্নি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাদের সে অপচেষ্টা বানচাল করে দিয়ে গোটা ইরাকের আপামর জনসাধারণ মরণপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৭ নভেম্বরের ব্রিটিশ গার্ডিয়ান পত্রিকায় হাইফা জানগানা লিখছেন — ফালুজায় হানাদারির চতুর্থ দিনে, এক শুক্রবারে বাগদাদের মসজিদে মসজিদে শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষ যৌথ প্রার্থনায় সামিল হয়েছেন।

সমগ্র ইরাক আজ রণক্ষেত্রে পরিণত। গোটা দেশের প্রতিটি প্রান্তের প্রত্যেকটি পরিবার আজ প্রতিরোধ সেনাদের শক্ত ঘাঁটি। ইরাকের এই মরণপণ যুদ্ধের সঙ্গে মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের যুদ্ধের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ভিয়েতনাম প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতারা বলেছিলেন, ভিয়েতনামের মানুষ যুগ যুগ ধরে লড়াই করতে প্রস্তুত, প্রয়োজনে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লড়াই করবে। ইরাকের দেশপ্রেমিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সম্পর্কেও আজ এই কথা বলার সময় এসেছে। হাজারো প্রতিকূলতা, হাজারো মিথ্যা প্রচার অগ্রাহ্য করে সর্বাত্মক সংগ্রামে সামিল হয়ে মার্কিন হানাদারদের দেশ থেকে তাড়াতে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সে কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে বাথ পার্টির বাগদাদ শাখার এক গুরুত্বপূর্ণ নেতার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে। ব্রাসেল্‌স ভিত্তিক সংগঠন 'ইরাক কমিটি'র কাছ থেকে নেওয়া এই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার নভেম্বর সংখ্যায়

নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ইজ্জত আল দুরি, শত্রুরা যাঁর মাথার দাম ধার্য করেছে ১ কোটি মার্কিন ডলার। ইরাকের অনেকগুলি শহরে পার্টি কতকগুলো অসাধারণ অধিবেশন সংগঠিত করেছে। নির্বাচিত নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এককথায় বলতে গেলে, তাঁদের কেউই যুদ্ধের প্রকৃতি বা তার ফলাফল নিয়ে ধন্দে পড়েননি।

দখলদারবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের শরিক কারা — এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের প্রধান শরিক হল বাথ পার্টি, ইরাকি আর্মি, রিপাবলিকান গার্ড, সিকিউরিটি সংস্থাগুলি, সাদ্দামের ফিদায়িন এবং আলকুর্দস আর্মি। এছাড়াও আরও বহু সংগঠন এবং স্রোতধারা এই প্রতিরোধ যুদ্ধে সামিল। বাথ পার্টির এই নেতা বলেন, ''আমরা বরাবরই এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নানা শক্তিকে নিয়ে এর বৃত্ত বড় করার কাজ করেছি, এখনও করছি। ইরাকের স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে সংগঠিত এই পবিত্র যুদ্ধে একটা বৃহৎ জাতীয় এবং ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট কাজ করছে।''

প্রতিরোধ যুদ্ধকে 'সুন্নি ট্রায়াঙ্গল'-এর সাথে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন — এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সুন্নি ট্রায়াঙ্গল' শব্দটি আবিষ্কার করেছে হানাদার মার্কিনবাহিনী ও তার দালালরা। এর উদ্দেশ্য হল ঐক্যবদ্ধ ইরাকি জনগণের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা। বাস্তবে কোনো 'ট্রায়াঙ্গল' নয়, প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে একেবারে উত্তরের জাকো শহর থেকে দক্ষিণের ফাও শহর এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্র — ''আমরা খুব জোর গলায় বলতে চাই যে, এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ যুদ্ধ চলছে ইরাকের সমগ্র এলাকা জুড়ে।'' (সূত্রঃ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পত্রিকা ও বাংলাদেশের 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকা)

বেতন কাটার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অবরোধ

গত ২৩ নভেম্বর মহাকরণে ওয়েস্টবেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর কলকাতা জেলা কমিটির ডাকে কয়েকশ' কর্মচারী অর্থদপ্তর অবরোধ করেন। দাবি ছিল — রাজ্য সরকারের রিডিপ্লয়মেন্ট নীতি, বিশেষত অর্থদপ্তরে ডেস্ক সিস্টেম চালু করার নামে কর্ম ও কর্মী সংকোচন করা চলবে না। গত ১৭ নভেম্বর বাংলা বন্‌ধ উপলক্ষে হাইকোর্টের রায়ের অজুহাতে অনুপস্থিত সরকারি কর্মীদের বেতন কাটার মুখ্যসচিবের আদেশনামা জারি করার প্রতিবাদেও এই অবরোধের ডাক দেওয়া হয়। মহাকরণ, নব মহাকরণ, বিক্রয়কর ভবন, আলিপুর এবং কাদাপাড়া বি জি প্রেস, পর্যটন বিভাগ, বিকাশভবন, জলসম্পদ উন্নয়ন ভবন, স্বাস্থ্যভবন সহ বিভিন্ন অফিস থেকে কর্মচারীরা এই অবরোধে সামিল হন। বিশাল পুলিশ বাহিনীর বার বার প্ররোচনা সত্ত্বেও এই সুশৃঙ্খল অবরোধ অর্থ দপ্তর সহ সমস্ত স্তরের কর্মচারীদের ব্যাপক সমর্থনে চলে দীর্ঘসময়। পরে মুখ্যসচিব অশোক গুপ্ত এবং অর্থসচিব সমর ঘোষের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো হয় এবং জেলা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আদালত ও সরকারের রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চক্রান্তের প্রতিবাদে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাস ও বিদ্যুৎ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পর পর তিনটি রাজনৈতিক দলের ডাকা বাংলা বন্‌ধে মুখ্যসচিব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তিন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

নজিরবিহীন ভাবে গত ১৭ নভেম্বর এস ইউ সি আই আহূত বন্‌ধে অনুপস্থিত হলেই কর্মচারীদের বেতন কাটার আদেশ দেওয়া হয়। অথচ অপর দুটি বন্‌ধে, বিশেষত, ৩ ডিসেম্বরের তৃণমূল আহূত বন্‌ধে অনুপস্থিত কর্মচারীদের ছুটির আবেদন করার সুযোগ রাখা হয়, অর্থাৎ বন্‌ধ সফল করার জন্য সরকারই প্রশাসনিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। হাইকোর্ট ও রাজ্য সরকারের এমন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পক্ষপাতমূলক পদক্ষেপে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বিস্মিত, ক্ষুব্ধ।

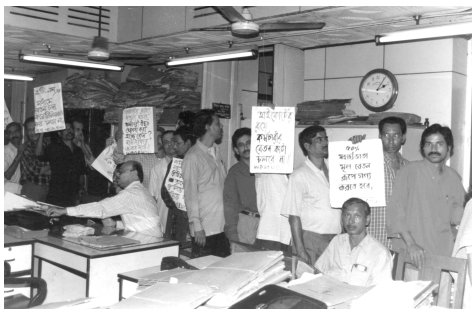

অর্থদপ্তরে কর্মচারী বিক্ষোভ

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

হাবড়া অঞ্চলে এস ইউ সি আই দলের সূচনাপর্বের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড অনিল ঘোষ গত ৩১ অক্টোবর রাতে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে কমরেড অনিল ঘোষ এস ইউ সি আই দলের সাথে যুক্ত হন এবং হাবড়া অঞ্চলে দলের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময় যখন এস ইউ সি আই দলের কোনও পরিচিতি ও প্রভাব ছিল না, তখন শুধুমাত্র সঠিক আদর্শকে বুঝে ভারতবর্ষের শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তি অর্জনের পথ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে যৌবনের দিনগুলিতে কমরেড অনিল ঘোষ দলের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে গেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত দল ছিল তাঁর বুকের মধ্যে। বৃদ্ধ বয়সেও বিভিন্ন সময়ে দলের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলিতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর সংগ্রামী, সৎ ও অমায়িক চরিত্র তাঁকে সর্বস্তরের মানুষের প্রিয়জন করেছিল।

প্রয়াত কমরেড অনিল ঘোষের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড সদানন্দ বাগল

কমরেড অনিল ঘোষের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত ৬ নভেম্বর বেলা ৩টায় হাটথুবা কিশোর সংঘের মাঠে এক মহতী স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের উত্তর ২৪ পরগণার জেলা সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। দলের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সনৎ দত্ত সভায় প্রয়াত কমরেড অনিল ঘোষের জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের দিকগুলি তুলে ধরেন। এছাড়াও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগল বক্তব্য রাখেন। কমরেড অনিল ঘোষের স্ত্রী, পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এবং এলাকার সর্বস্তরের মানুষ চোখের জলে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কমরেড অনিল ঘোষ লাল সেলাম

তৃণমূলের বন্‌ধে সিপিএম সহায়তা করল কেন

একের পাতার পর

যায়নি।

১৭ নভেম্বর বন্‌ধের সমর্থনে মিছিল করা তো দূরের কথা, সেদিন এস ইউ সি আই কর্মীরা রাস্তায় নামলে তো বটেই, এমনকী ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা কর্মী সমর্থকদেরও পুলিশ লাঠিপেটা করেছে, গ্রেপ্তার করেছে। আগের দিন রাত থেকেই পুলিশ খোঁজখবর করবার অছিলায় আমাদের নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি হানা দিয়েছে, পার্টি অফিস থেকেও কর্মীদের তুলে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে, ৩ ডিসেম্বর তৃণমূল কর্মীরা বিনা বাধায় বুক ফুলিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে সভা করেছে, মিছিল করেছে; শুধু তাই নয়, তাদের মিছিলের সামনে ও পিছনে ছিল পুলিশ পাহারা। এমনকী কোথাও কোথাও জমায়েত করে তারা কিছুক্ষণ রাস্তা অবরোধও করে রাখতে পেরেছে।

জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করেছেন, ১৭ নভেম্বর বন্‌ধ ভাঙতে স্বাভাবিক দিনের প্রায় তিন গুণ বেশি সরকারি বাস রাস্তায় চালানো হয়। কলকাতায় সেদিন সিটু ইউনিয়নের নেতৃত্বে কন্ডাক্টর ও ড্রাইভাররা প্রচুর বেসরকারি বাস চালিয়েছিল; কিন্তু ৩ ডিসেম্বর তাদের সেই উদ্যোগ দেখা যায় নি; বেসরকারি বাস ছিল ১৭'র তুলনায় অনেক কম।

১৭ নভেম্বরের বন্‌ধের আগে রাজ্য সরকার সার্কুলার জারি করে হুমকি দিয়েছিল, সরকারি কর্মীচারীরা অফিসে না এলে বেতন কাটা যাবে। অথচ ৩ ডিসেম্বর নিয়ে সরকারের সার্কুলারে বলা হয়েছিল, অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিলে মাইনে কাটা হবে না।

১৭ নভেম্বর বন্‌ধের দিন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে মিটিং-এ বলেছেন, 'এস ইউ সি আই-এর ডাকা বন্‌ধ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে; এই দলকে দুটি এম এল এ আসন থেকেও উৎখাত করতে হবে।' কিন্তু তৃণমূলের ডাকা বন্‌ধকে 'আংশিক সফল' স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর কোর্টের রায় যে আঘাত করেছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে এই বন্‌ধকে গণ্য করা হয়েছিল।' অথচ কে না জানে যে, কোর্টের রায় প্রথম ১৭ নভেম্বরের বন্‌ধের উপরই আঘাত করেছিল; তখন কিন্তু সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের এই তত্ত্বকথা ছিল না। তাঁরা বলেছিলেন, রাজ্যে সিপিএম-ফ্রন্টের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই নাকি এস ইউ সি আই বন্‌ধ ডেকেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সিপিএম নেতৃত্ব এস ইউ সি আই-এর ১৭ নভেম্বরের বাংলা বন্‌ধকে ভাঙবার জন্য কেন এত মারমুখী, পাশাপাশি তৃণমূলের বন্‌ধের প্রতি কেন এমন সহানুভূতিশীল? কারণ, সিপিএম নেতৃত্ব জানে, তৃণমূল কোনদিনই গণআন্দোলনের শক্তি নয়, আর পাঁচটা বুর্জোয়া দলের মতই নির্বাচন সর্বস্ব একটি পার্টি। ভোট ব্যাঙ্ক বৃদ্ধির স্বার্থে তারা মাঝে মাঝে আন্দোলনের নামে কিছু চমক সৃষ্টি করে মাত্র। জনগণকে সংঘবদ্ধ করে ধারাবাহিক আন্দোলন করার মত রাজনীতি, সংগঠন, চরিত্র — কোনটাই তাদের নেই। আর এ ধরনের নির্বাচন সর্বস্ব আন্দোলনের মহড়া বাস্তবে প্রকৃত আন্দোলনের পথে ব্যাঘাতই সৃষ্টি করে। অন্যদিকে তৃণমূল নেতৃত্বের ক্রমাগত নীতিহীন জোট বদল, বিশেষ করে বিগত লোকসভা নির্বাচনে মার খাওয়ার পর দলের অভ্যন্তরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল, নেতৃত্বের একাংশের কংগ্রেসে যাওয়ার ঝোঁক, আর সাধারণ কর্মীদের মনমরা ও ছন্নছাড়া ভাব। শিল্পপতি, বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থে বুর্জোয়া সংবাদ মাধ্যম এখনও তৃণমূলকে যতই সিপিএমের বিকল্প হিসাবে খাড়া রাখার জন্য প্রচার দিয়ে যাক, জনগণের মধ্যে কিন্তু তৃণমূল সম্পর্কে আস্থা বিশ্বাস ও ভরসা অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যদিকে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত সুশৃঙ্খল রক্তক্ষয়ী লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে ধীরে ধীরে হলেও ব্যাপক জনগণের ভালবাসা, আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করছে। সর্বস্তরের জনগণ বিশেষত সাধারণ গরিব মানুষ ক্রমেই এই দলের দিকে ঝুঁকছে, একমাত্র প্রতিবাদী শক্তি হিসাবে ভরসার চোখে দেখছে, এমনকী সিপিএম দলের সৎ কর্মী সমর্থকরাও এস ইউ সি আই দলকে মার্কসবাদী ও সংগ্রামী বামপন্থী গণ্য করে আন্দোলনগুলোকে ক্রমাগত সাহায্য করছে। নেতৃত্ব চেষ্টা করেও তা আটকাতে পারছে না। এ রাজ্যে অন্য কোন বিরোধী দল নয়, একমাত্র এস ইউ সি আই আন্দোলনের জোরে সিপিএম সরকারকে নতিস্বীকার করিয়ে শুধু প্রাথমিকে ইংরেজি ভাষা পুনঃপ্রবর্তনই নয়, আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দাবি মেনে নিতে সরকারকে বাধ্য করেছে। যেমন, মেডিকেল শিক্ষায় বর্ধিত ফি ও ক্যাপিটেশন ফি, স্কুলে কলেজে বর্ধিত ফি, পেট্রোলের বর্ধিত মূল্য, বিদ্যুতের বর্ধিত দাম সামান্য হলেও সরকার কমাতে বাধ্য হয়েছে। বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা জানে, অন্যদলের মত এস ইউ সি আইকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। সিপিএম নেতৃত্ব জানে, ভোটের এম এল এ, এম পি'র লোভ দেখিয়ে এই দলকে টানা যায় না। এই দলের কর্মীরা পুলিশের মার খেয়ে বুকের রক্ত ঝরিয়ে, প্রাণ বলি দিয়ে জনগণের স্বার্থে লড়ে যায়।

ফলে, এই অবস্থায় বিরোধী দল হিসাবে তৃণমূলের প্রভাব ক্রমাগত কমে যাওয়া এবং গণআন্দোলনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে এস ইউ সি আই-এর শক্তি বেড়ে যাওয়া — দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি, বিভিন্ন বুর্জোয়া দল এবং বিশেষভাবে সিপিএমের কাছে খুবই উদ্বেগের বিষয়। তাই তাদের প্রয়োজন ১৭ নভেম্বরের বন্‌ধকে ব্যর্থ বলে প্রচার করে এস ইউ সি আই-এর প্রভাব ও শক্তিকে নগণ্য দেখিয়ে জনমনে এই দলটি সম্পর্কে যে ক্রমবর্ধমান আস্থার জায়গাটা গড়ে উঠেছে তাকে নষ্ট করে দেওয়া, অন্যদিকে ৩ ডিসেম্বরের বন্‌ধকে 'সফল' বলে প্রচার করে তৃণমূলের ইমেজ খাড়া রাখা। এখন তো ভোটের বিচারেও সিপিএমের কাছে তৃণমূল তেমন সমস্যাই নয়। তাই তারা একদিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল ১৭ নভেম্বরে বন্‌ধ ভাঙতে, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছিল তৃণমূলের ৩ ডিসেম্বরের বন্‌ধকে সফল করতে। তাদের এই ছক একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায় যখন তারা তৃণমূলের বন্‌ধকে 'আংশিকভাবে সফল' বলে প্রচার করল, যার দ্বারা তারা জনগণের শাসকদল বিরোধী মনোভাবকে তৃণমূলের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছে।

আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এবং বিশেষভাবে সিপিএম ও তৃণমূলের সৎ কর্মী-সমর্থকেরা আমাদের এই বক্তব্য বিচার করে দেখবেন এবং সংঘবদ্ধ লাগাতার গণআন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে যথাযথ ভূমিকা নেবেন।

১৭ নভেম্বর আগরতলায় স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ
সংবাদপত্রের দর্পণে

পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের অন্যায় অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৭ নভেম্বর সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করার ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে মিছিল, বিক্ষোভ, ধরনা সহ পশ্চিমবাংলায় ২৪ ঘণ্টা, ত্রিপুরার আগরতলায় ১২ ঘণ্টা এবং আসামের বরাক উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গোয়ালপাড়া জেলায় ১২ ঘণ্টার বন্‌ধ পালিত হয়।

কেমন হয়েছিল এস ইউ সি আইয়ের ডাকা ১৭ নভেম্বরের আগরতলা বন্‌ধ? সিপিএম বলছে, বন্‌ধ ব্যর্থ। ত্রিপুরার সংবাদমাধ্যম কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। সেখানকার জনপ্রিয় 'স্যন্দন পত্রিকা' ১৮ নভেম্বর লিখেছে,

পিকেটারদের দরকার হয়নি। জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এস ইউ সি আইয়ের ডাকা ১২ ঘণ্টা বন্‌ধে সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছে। ...সকালের দিকে শাসকদলের লোকজন কয়েকটি বাজারে গিয়ে দোকানপাট খোলার জন্য দোকানীদের উপর চাপ দিলেও তাতে সাড়া দেয়নি দোকানদারগণ। ফলে ক্যাডারবাহিনী নিজেদের গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সদর দক্ষিণাঞ্চলে বন্‌ধকে কেন্দ্র করে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার আশঙ্কায় বড়দোয়ালী, অরুন্ধতি নগর, এম বি টিলা, ক্যাম্পের বাজার, বাধারঘাট ও আমতলীতে প্রচুর নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন ছিল। তাছাড়া পুলিশের দু'টি দাঙ্গা নিরোধক ভ্যান শহরতলীর বিভিন্ন রুটে টহল দিয়েছে। ...শাসকদল বন্‌ধ ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করলেও আগরতলা শহরের চিত্র অন্য কথাই বলে। সকালে এসকর্ট দিয়ে টি আর টি সি গাড়ী এবং মোটর স্ট্যান্ড থেকে হাতে গোনা কয়েকটি দূরপাল্লার গাড়ী রাস্তায় নামানো হয়েছে। বটতলা, গোলবাজার, দুর্গাচৌমুহনী, আস্তাবল এবং মঠচৌমুহনী বাজারে দোকানী কিংবা খদ্দেরদের কেউ আসেনি। শহরের অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও বন্ধ ছিল। ... বন্‌ধকে বানচাল করতে আগরতলা পুরপরিষদের ভাইস-চেয়ারপার্সন, কাউন্সিলার সহ কয়েকজন নেতা অটো চালানোর, দোকানপাট খোলার চেষ্টা করলে চালকগণ এবং দোকানীরা তাতে সাড়া দেয়নি।''

ত্রিপুরায় এস ইউ সি আই দলের ডাকা এই বন্‌ধ সফল করেছেন জনগণ। সিপিএম নেতারা বন্‌ধ বানচাল করার জন্য নেমে পড়লেও স্যন্দন পত্রিকা লিখেছে, ''সিপিএম সমর্থকগণ বন্‌ধে সামিল হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে।'' বস্তুত সিপিএমের নীচুতলার কর্মী সমর্থকগণ কেন্দ্রীয় সরকারে সিপিএমের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ। বামপন্থী নীতি আদর্শের তোয়াক্কা না করে সিপিএম যেভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বুর্জোয়া ব্যবস্থার রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা দলের বামপন্থী চেতনাসম্পন্ন কর্মীদের মেনে নেওয়া মুশকিল। যে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে একদা সিপিএম আন্দোলন করত, আজ তারাই সরকারকে মূল্যবৃদ্ধিতে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে বুর্জোয়াদের আক্রমণের সামনে সাধারণ মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। অসহায় মানুষের বাঁচার আকুতি, আর সিপিএমের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত বামপন্থী চেতনা এই মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ চাইছিলই। এস ইউ সি আই সেই প্রতিবাদের ভাষা ব্যক্ত করতেই এই বন্‌ধের ডাক দেয়। মানুষ জোগায় স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। দলের ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটি মেকী বামপন্থার বিপরীতে প্রকৃত সংগ্রামশীল বামপন্থার প্রতি আস্থা জ্ঞাপনের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এই আস্থাকে মূল্য দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন।

বন্‌ধের দিন আগরতলা হরিগঙ্গা বসাক রোড

নারী ধর্ষকদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাইঘাটা থানায় মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিক্ষোভ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটা থানার সুটিয়া অঞ্চলের বিড়ি শ্রমিক ঝর্ণা মণ্ডলের উপর ২ ডিসেম্বর রাত ১টায় পাশবিক অত্যাচার করে দুষ্কৃতীরা। এরপর বাড়ির উঠোনে মুখ-হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তাঁকে ফেলে রেখে যায়। গোঙানির শব্দে ১১ বছরের ছেলের ঘুম ভেঙে যায় এবং বাইরে এসে মাকে ঐ অবস্থায় দেখে সে চিৎকার করতে থাকে। প্রতিবেশীরা ছুটে আসে এবং সুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। পুলিশ এলে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঝর্ণা মণ্ডল তাঁর উপর অত্যাচারের আশঙ্কার কথা ১৫ দিন আগেই সুটিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ কার্যকরী কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। ফলে ঝর্ণা মণ্ডলকে ধর্ষণের শিকার হতে হলো। ধর্ষকরা সি পি এম-এর সমর্থক। ধর্ষকদের নাম দিয়ে থানায় কেস করা সত্ত্বেও এখনও তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি।

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের গাইঘাটা থানা কমিটির পক্ষ থেকে অপরাধীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে ৪ ডিসেম্বর বেলা ৪টা থেকে ৫টা গাইঘাটা থানায় দেড় শতাধিক মহিলা বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটেশন দেন। এই বিক্ষোভে শতাধিক মহিলা বিড়ি শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। মহিলাদের সাথে কয়েকশত সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে সামিল হন। নেতৃত্ব দেন এম এস এস গাইঘাটা থানা সম্পাদিকা ননীবালা বিশ্বাস। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করা না হলে মহিলারা যশোর রোড অবরোধ ও থানা ঘেরাও করবেন বলে ঘোষণা করেন।

গাইঘাটা থানায় বিক্ষোভ

এ আই ডি এস ও'র
৫০তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

২৭-৩০ ডিসেম্বর, ২০০৪ ঃ এ আই ডি এস ও'র ৫০ বছরের সংগ্রাম ও মনীষীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনী
স্থান ঃ কলেজ স্কোয়ার

২৮ ডিসেম্বর, ২০০৪ ঃ কেন্দ্রীয় সমাবেশ স্থান ঃ শহীদ মিনার ময়দান

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, *উপদেষ্টা এ আই ডি এস ও, সদস্য কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই* **এবং ২১টি রাজ্যের এ আই ডি এস ও নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ**

২৯ ডিসেম্বর, ২০০৪ ঃ সংগঠনের প্রাক্তন ও বর্তমান সভ্যদের পুনর্মিলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
এ আই ডি এস ও'র প্রাক্তন সভ্যদের যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
এ আই ডি এস ও অফিস ঃ ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ঃ ২২৪৬৩৫৮৬,
ভবেশ গাঙ্গুলী — ফোন ঃ ২৪১১০৫৫০ সলিল চক্রবর্তী — ফোন ঃ ২২৪৪০২৫১

মহান নভেম্বর বিপ্লব কী এনেছিল

চারের পাতার পর

স্টাখানোভাইটদের অনেকের সম্বন্ধেই যে বলা হয় — তারা নিজেদের কাজে এক একজন ওস্তাদ — সেটা ঠিক। কারণ তারা তাদের কাজ বোঝে, শ্রমের দক্ষতার সকল অন্ধিসন্ধি তাদের খুঁটিয়ে জানা। সর্বোপরি, যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি স্টাখানোভাইট আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, তা হল — জনগণের জন্য আরও বেশি কল্যাণমূলক কাজ। জীবনের নিরাপত্তা ও সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির ফলে কর্মক্ষেত্রে নতুন গতি সৃষ্টি হয়েছে, মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা এবং নিজের নিজের কাজে উৎসাহ ও উদ্যম আরও বেড়েছে। জীবন যদি সুন্দর হয় তবে দুনিয়া হয় নিষ্কণ্টক, আরও গতিময়, আরও উৎপাদনশীল।

এগুলিই হল বনিয়াদ, যার ওপর এই গণআন্দোলন, স্টাখানোভাইট আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের সৈনিকরা সোভিয়েট দেশে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। এ সবের মূলে রয়েছে সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সোভিয়েট শাসন। এটা বুঝলে তবেই বোঝা যাবে কী করে স্টাখানোভাইট আন্দোলনের বিজয় রথ এত সুনিশ্চিতভাবে এগোতে পারছে; এই আন্দোলনের শক্তি ও সাহসের মূলে আছে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

কেউ কেউ মনে করেন, স্টাখানোভাইট আন্দোলন আসলে 'টাইলর সিস্টেমে'রই একটা রূপভেদ। এই ধারণা পুরোপুরি ভুল। টাইলর শুরুতেই ধ্রুবসত্য হিসাবে ধরে নিয়েছেন যে, শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই ফাঁকিবাজ ও অলস, সে যা করতে পারে সর্বদাই তা থেকে কম কাজ করতে চেষ্টা করে। তাই মাথাপিছু উৎপাদনের হার নির্ধারণ করার সময় টাইলরপন্থীরা সবচেয়ে খাটিয়ে শ্রমিককে মাপকাঠি হিসেবে বেছে নেয়, তারপর তার প্রতিটি অঙ্গচালনাকে যন্ত্রের মতো ঘড়ির কাঁটা ধরে বেঁধে দেয় এবং এভাবে যে উৎপাদন হার নির্ধারিত হয়, প্রত্যেককে সেই পরিমাণ উৎপাদন করতে বাধ্য করা হয়। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল — সবচেয়ে বলশালী শ্রমিককে মাপকাঠি খাড়া করে বাকি সমস্ত শ্রমিককে যত বেশি সম্ভব নিংড়ে নেওয়া এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের মজুরি কমিয়ে দেওয়া। স্বভাবতই, টাইলর সিস্টেম অনুযায়ী একমাত্র যুবক শ্রমিকরাই কাজ পেতে পারে, যাদের শরীর পাকাপোক্ত, যাদের শারীরিক শক্তি প্রচুর, তারাই এই ব্যবস্থার নিষ্পেষণ সহ্য করে কিছুদিন পর্যন্ত কাজে টিকে থাকতে পারে। এ এমন একটা ব্যবস্থা, যা শ্রমিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি তার কাঁধে জোয়ালের মতো চাপিয়ে দেওয়া হয়।

স্টাখানোভাইট আন্দোলন ঠিক এর উল্টো। যে জনগণ নিজেদের কাজের সুফল দেখতে চায়, স্টাখানোভাইট আন্দোলন সেই জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আন্দোলন। স্টাখানোভাইটরা শ্রমিকদের শরীর নিংড়ে কাজ করতে বলে না; তারা সমাজের মঙ্গলচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করতে বলে, তারা উৎপাদনের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে খুঁটিয়ে জানতে ও তার ব্যবহারকৌশল সর্বোত্তমভাবে আয়ত্ত করার কথা বলে।

স্টাখানোভাইট আন্দোলন একই সাথে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের যুগলবন্দী। এই আন্দোলন তার পতাকাবাহী শ্রমিককে দুর্দম শক্তি প্রকাশের পথ করে দেয়, সৃজনশীল কর্মোদ্যোগের সামনে থেকে বাধার পাহাড় সরিয়ে দেয়। এই আন্দোলন যন্ত্রের উপর মানুষের বিজয়কে সূচিত করে।

স্টাখানোভাইট আন্দোলনের তাৎপর্য বিরাট। প্রতিটি শ্রমিকের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার বা প্রযুক্তিবিশারদ হওয়ার মতো যে কর্মকুশলতা ও জ্ঞানার্জন ক্ষমতা সুপ্ত থাকে, এই আন্দোলন সর্বপ্রথম তাকে জাগিয়ে তোলার ডাক দিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণীর এই অগ্রাভিযানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ক্রমাগত শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতা আয়ত্ত করা, যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেই সার্বজনীন প্রাচুর্য এনে দেবে — যে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সোভিয়েট জনগণ কাজ করে চলেছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সার্বজনীন প্রাচুর্য হল অবশ্যপূরণীয় পূর্বশর্ত, যা পূরণ করে তবেই নতুন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় পৌঁছানো যাবে, যে ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি মানুষ সমস্ত জিনিস পাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী, এই প্রয়োজন হল সমুন্নত সংস্কৃতির অধিকারী একজন মানুষের প্রয়োজনোপলব্ধি।

স্টাখানোভাইট আন্দোলনের এইটাই হল তাৎপর্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

পাথরপ্রতিমায় হাজার হাজার মানুষের অবস্থান-বিক্ষোভ

সুন্দরবনের জনস্বার্থ ও পরিবেশ ধ্বংসকারী 'সাহারা' কোম্পানি ও রাজ্য সরকারের মিলিত কালাচুক্তি বাতিল; স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণ; ইন্দ্রপুর, ব্রজবল্লভপুর, গদামথুরাপুর হাসপাতাল তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র রোধ; এলাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, রাস্তাঘাট তৈরি সহ এলাকার উন্নয়ন ইত্যাদি ১৫ দফা দাবিতে পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটির নেতৃত্বে লক্ষাধিক স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র নিয়ে ১০ নভেম্বর সকাল ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ছাত্র-যুব-শিক্ষক, মৎস্যজীবী, কৃষিজীবী, নানান পেশার গ্রামীণ শ্রমিক, মা-বোন সহ ৫ হাজারের অধিক নর-নারী পাথরপ্রতিমা বিডিও অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১২টি দ্বীপ সমন্বিত এই ব্লকের প্রতিটি দ্বীপ থেকেই নানান আঞ্চলিক দাবি নিয়ে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠিত ১৮টি কমিটির উদ্যোগে সাইকেল র‍্যালি করে ও যন্ত্রচালিত নৌকায় মিছিল করে মানুষ সমবেত হন।

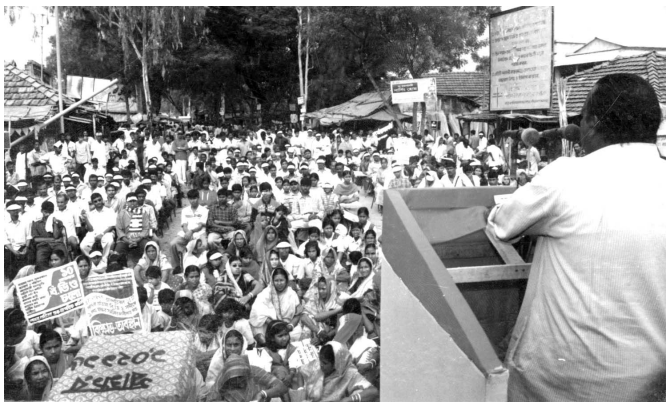

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নাগরিক কমিটির সভাপতি ফণি গিরি, সহসভাপতি সুবিমল গিরি, সম্পাদক কৃষ্ণ গিরি, সহ-সভাপতি হিমাংশু পাত্র, প্রবীণ সাংবাদিক অনল মণ্ডল, তেভাগা আন্দোলনের প্রবীণ সংগ্রামী প্রজাপতি মণ্ডল, প্রবীণ কবি পশুপতি জানা, মদ-জুয়া প্রতিবাদ মঞ্চের সব্যসাচী গিরি, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পূর্ণচন্দ্র গুমটা, তেঁতুলিয়া খাল সুরক্ষা কমিটির অরবিন্দ পট্টনায়েক, শ্রীনারায়ণপুর-পূর্ণচন্দ্রপুর আঞ্চলিক নাগরিক কমিটির সওকত মীর, জনসংস্কৃতির মহেশ্বর নাইয়া, সমাজসেবক তরুণ ঘোড়ুই, জি প্লট জনস্বার্থ রক্ষা কমিটির ভুবন পাত্র, মদ ও জুয়া প্রতিরোধ কমিটির সাধনা মণ্ডল, সুন্দরবন বাঁচাও কমিটির কার্তিক দাস, শ্রীধরনগর মৎস্যজীবী ইউনিয়নের বলাই চন্দ্র মণ্ডল, সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির প্রহ্লাদ পুরকাইত প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন পুষ্পশ্রী পাত্র, দীপ্তি পণ্ডা ও রীমা পণ্ডা।

সভাপতির নেতৃত্বে অনাথবন্ধু গাঁতাইত, হরেকৃষ্ণ দাস, নারায়ণ হালদার, অসীম পণ্ডা, কার্তিক পড়্যা, পরিতোষ দে, নারায়ণ দাস সহ এক প্রতিনিধি দল বিডিও'র সাথে আলোচনা করেন। বিডিও দাবিগুলি পূরণের আশ্বাস দেন।

মহান নভেম্বর বিপ্লব দিবসে মুজফ্ফরপুরে সভা

১৯১৭ সালে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমে মানবসভ্যতায় এক গুণগত পরিবর্তন আসে। বিশ্বে এর আগে সংঘটিত সমস্ত বিপ্লবের দ্বারা এক শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা আর এক শ্রেণীর হাতে গেছে, কিন্তু শোষণের অবসান হয়নি। নভেম্বর বিপ্লবের মাধ্যমেই প্রথমবার শোষণ অবসানের পথ প্রশস্ত হয়। মুজফ্ফরপুরের বি বি কলেজিয়েট স্কুল ময়দানে গত ৭ নভেম্বর মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই আয়োজিত এক জনসভায় আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলেন প্রধান বক্তা কমরেড দীপঙ্কর রায়। অপর বক্তা বিহার রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অরুণকুমার সিং বলেন, পুঁজিপতিশ্রেণী জাতপাত-ধর্ম-আঞ্চলিকতার বিষ ছড়িয়ে শোষিত মানুষের ঐক্যকে ভাঙবার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে কংগ্রেস সরকারের সমর্থক সিপিআই-সিপিএম এর বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন চায় না। জনগণের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য তিনি শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সভায় পেট্রোল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার প্রারম্ভে প্রয়াত কমরেড সৌরভ বসু ও কমরেড ভোজু সিংহ স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। কোম্পানী বাগ থেকে এক বিশাল সাইকেল মিছিল বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সভাস্থলে আসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন পার্টির মুজফ্ফরপুর জেলা সম্পাদক কমরেড রামসুরত ঠাকুর।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড দীপঙ্কর রায়

চটশিল্পে সিটুর ধর্মঘট প্রত্যাহারে মালিকপক্ষেরই জয়

গত ৩০ নভেম্বর, '০৪ ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অফিসে চটশিল্পের সাথে যুক্ত এ আই সি সি টি ইউ, আই এফ টি ইউ, জে টি ডব্লু ইউ, এন এফ আই টি ইউ এবং ইউ টি ইউ সি-এল এস — এই পাঁচটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এক বৈঠকে মিলিত হন। তাঁরা বলেন, সিটু, আই এন টি ইউ সি সহ ১৪টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন গত ২৭ নভেম্বর যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে প্রস্তাবিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে তাতে শ্রমিকস্বার্থ আরও একবার বিপন্ন হল এবং মালিকপক্ষেরই জয় হল। কারণ, এই চুক্তির দ্বারা চটশিল্পের পুরানো বেতন কাঠামো চালু রাখা এবং সমকাজে সমবেতনের দাবি, গ্র্যাচুইটি, পি এফ-এর পাওনা মিটিয়ে দেওয়া, স্থায়ী কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ এবং কম মজুরির শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা; বোনাস ও ৯০% পার্মানেন্ট, ২০% স্পেশাল বদলি রাখা প্রভৃতি মূল দাবিগুলির কোন মীমাংসাই করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি ২০০৪ থেকে ডি এ পাওনা থাকা সত্ত্বেও নভেম্বর ২০০৪ থেকে ডি এ দেবার চুক্তি করে এবং বকেয়ার বিষয়টি শ্রম-কমিশনারের হাতে ছেড়ে দেবার ফলে ডি এ-র মীমাংসাও যথাযথ হল না।

তৃতীয়ত, শ্রমিকরা উৎপাদনভিত্তিক বেতন না চাইলেও এই চুক্তির দ্বারা কঠোরভাবে উৎপাদন-ভিত্তিক বেতন তথা 'কটোতি' চালু করার সিদ্ধান্ত হল এবং সরকারই এটা চালু করার দায়িত্ব নিল। এছাড়া এই চুক্তির মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে ট্রেনি এবং অ্যাপ্রেনটিস নিয়োগ করার দরজা খুলে দেওয়া হল।

এই অবস্থায় চটকল শ্রমিকদের সংগঠিতভাবে আরও তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানান। সভায় উপস্থিত ছিলেন — সনৎ দত্ত — ইউ টি ইউ সি-এল এস, অতনু চক্রবর্তী — এ আই সি সি টি ইউ, পল্টু সেন — আই এফ টি ইউ, কমল চ্যাটার্জী — জে টি ডব্লু ইউ এবং দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য — এন এফ আই টি ইউ।

ইরাকের পুতুল সরকারের মন্ত্রীর ভারত সফর

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিবাদ

"ইরাকের মার্কিন পুতুল সরকারের বিদেশমন্ত্রী হশিয়ার জেবারিকে ১৯ ডিসেম্বর ভারতে আসার অনুমতি দেওয়ায়, এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৪ ডিসেম্বর এক প্রেস বিবৃতিতে কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ঘটনায় পরিষ্কার যে, বিজেপি পরিচালিত পূর্বতন এন ডি এ সরকারের মতোই বর্তমান কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারও ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিশ্বজনমতকে অগ্রাহ্য করে এবং ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গৌরবময় ঐতিহ্যকে দু'পায়ে মাড়িয়ে মার্কিন যুদ্ধবাজদের তাঁবেদার ইরাক সরকারকে বকলমে স্বীকৃতি দিচ্ছে। এর দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি থেকে নিজ মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য বীর ইরাকি জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকেই ভারত সরকার খোলাখুলিভাবে বিরোধিতা করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এক বশংবদকে ভারতের মাটিতে পা রাখতে দেওয়ার অনুমতি প্রত্যাহারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করার জন্য কমরেড নীহার মুখার্জী ভারতের সমস্ত শান্তিকামী মানুষ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

কৃষক জীবনের বিভিন্ন দাবিতে

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের ডাকে

১৪ ডিসেম্বর

মহাকরণ অভিযান

জমায়েত ঃ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা, বেলা ২টা

কর্মী ও কর্ম সংকোচন, অর্জিত অধিকার হরণ ও পেট্রোপণ্য সহ বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণির আহ্বানে

১৭ ডিসেম্বর

আইন অমান্য

জমায়েত ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, বেলা ১২টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net